সিটি করপোরেশন, পৌরসভা,জেলা পরিষদ ও উপজেলা পরিষদ কর্তৃক ভ্যাট, আয়কর, ইজারা বাবদ রাজস্ব অনাদায় ও অন্যান্য অনিয়ম সম্পর্কিত বার্ষিক অডিট রিপোর্ট।

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়

অর্থ বৎসর ঃ-২০০৩-২০০৪

অডিটের সংক্ষিপ্ত সার

(Executive Summary)

১ম খন্ড

বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর কার্যালয়, ঢাকা।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৩২ অনুযায়ী মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশকৃত।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১২৮(১) ও ১২৮(২) এবং কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল, এ্যাডিশনাল ফাংশন্‌স্ এ্যাক্ট ১৯৭৪ এর ২৪ নম্বর আইন-এর ধারা ৫(২) অনুযায়ী মহাপরিচালক স্থানীয় ও রাজস্ব অডিট অধিদপ্তর কর্তৃক স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের অধীন সিটি করপোরেশন, পৌরসভা, জেলা পরিষদ ও উপজেলা পরিষদ অফিসসমূহের ২০০৩-২০০৪ অর্থ বৎসরের হিসাব নিরীক্ষার উপর প্রণীত এই বার্ষিক অডিট রিপোর্ট জাতীয় সংসদে উপস্থাপনের লক্ষ্যে সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৩২ অনুযায়ী মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশ করা হ'লো।

৩/১২/২০০৬ইং
১৯/৮/১৪১৩বাং
তারিখ ঃ- ... ... বঃ
খ্রিঃ

স্বাক্ষরিত
আসিফ আলী
কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল
বাংলাদেশ।

খ

মহাপরিচালকের মন্তব্য

মহাপরিচালক, স্থানীয় ও রাজস্ব অডিট অধিদপ্তরের নিরীক্ষাধীন স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ সিটি করপোরেশন, পৌরসভা, জেলা পরিষদ ও উপজেলা পরিষদ অফিসসমূহের ২০০৩-২০০৪ অর্থ বৎসরের হিসাব নমুনামূলক যাচাইয়ের মাধ্যমে নিরীক্ষা করা হয়েছে। এ রিপোর্টে স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ উল্লিখিত সংস্থা সমূহের যে সকল আর্থিক অনিয়ম অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে তা উত্থাপিত সময়ের অথবা তৎপূর্ববর্তী সময়ের সমগ্র লেনদেনের যে ক্ষুদ্র অংশ নিরীক্ষা করা হয়েছে তারই সামান্য প্রতিফলন মাত্র। সুতরাং এ রিপোর্টের আপত্তি ও মন্তব্য উদাহরনমূলক এবং তা কোন মতেই উল্লিখিত প্রতিষ্ঠানসমূহের আর্থিক শৃঙ্খলার মান সম্পর্কিত পূর্ণাঙ্গ চিত্র নয়।

এ রিপোর্টে অন্তর্ভুক্ত অনিয়মগুলি পর্যালোচনা করে প্রতীয়মান হয় যে, নিরীক্ষিত অফিসগুলির অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা পর্যাপ্ত না হওয়ার কারণে অনিয়মগুলি সংঘটিত হয়েছে। জরুরী ভিত্তিতে রিপোর্টে উল্লিখিত অনিয়মগুলি নিষ্পত্তি করা আবশ্যক।

৩/১২/২০০৬ইং
১৯/৮/১৪১৩বাং
তারিখ ঃ- ... ... বঃ
খ্রিঃ

স্বাক্ষরিত

এ কে এম জসীম উদ্দিন
মহাপরিচালক
স্থানীয় ও রাজস্ব অডিট অধিদপ্তর

অডিটের পটভূমি

(Background of Audit)

হিসাবের বৎসর	ঃ ২০০৩-২০০৪
অডিট কাল	ঃ ১৭/৮/২০০৪ হতে ২৩/০৬/২০০৫ খ্রিঃ
অডিট পদ্ধতি	ঃ আর্থিক নিরীক্ষা (Financial Audit) এর আওতায় নমুনামূলক নিরীক্ষা (Test Audit)।
অডিটের প্রকৃতি	ঃ রাজস্ব আয় আদায়-অনাদায়ের এবং ব্যয়ের উপর বার্ষিক অডিট রিপোর্ট।
অডিট টীম সংখ্যা	ঃ ১২(বার)টি

অডিট পরিকল্পনা

অডিটের উদ্দেশ্য ও আওতা (Objective & Scope of Audit)

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ প্রতিষ্ঠানসমূহের অডিট পরিচালনায় অডিট কার্যক্রমকে দু'ভাগে ভাগ করা হয়েছে ঃ- ইস্যু ভিত্তিক অডিট ও অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা পর্যালোচনা। তদনুযায়ী অডিটের উদ্দেশ্যকে নিম্নোক্তভাবে ভাগ করা হয়েছে।

- সিটি করপোরেশন, পৌরসভা, জেলা পরিষদ ও উপজেলা অফিসের বাজেট, আয়, ব্যয় ও রাজস্ব সম্পর্কিত বিধি-বিধান যথাযথভাবে পরিপালন করা হচ্ছে কিনা;
- রাজস্ব সম্পর্কিত বিভিন্ন অনিয়ম চিহ্নিতকরণ;
- অনিয়মসমূহ নিষ্পত্তির উপায় চিহ্নিতকরণ;
- অনাদায়ী ভ্যাট, আয়কর ও ইজারা বাবদ রাজস্ব আদায় নিশ্চিতকরণ;
- হিসাব ব্যবস্থার যথার্থতা নিরূপণ;
- অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার কার্যকারিতা মূল্যায়ন।

অডিটের আওতা (Scope of Audit)

- স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন সিটি করপোরেশন, পৌরসভা, জেলা পরিষদ ও উপজেলা অফিসসমূহের ভ্যাট, আয়কর ও ইজারা সংক্রান্ত বিধি-বিধান পর্যালোচনা।

- সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহের বাজেট, আয়, ব্যয়, ইজারা রেজিষ্টার, ঠিকাদারের রেজিষ্টার ও নথিপত্রাদি পর্যালোচনা।

অডিট নির্ণায়ক (Audit Criteria)

- সংশ্লিষ্ট সংস্থা সমূহের জন্য প্রযোজ্য ভ্যাট, আয়কর, ইজারা সংক্রান্ত বিধি-বিধান পরিপালন।
- সরকার কর্তৃক নির্ধারিত হার অনুযায়ী রাজস্ব আদায়।
- আদায়কৃত রাজস্ব সংশ্লিষ্ট খাতে জমাদান।

অডিট ফাইন্ডিংস (Audit Findings)

অনুচ্ছেদ নং	সংস্থা /প্রতিষ্ঠান	নিরীক্ষিত অর্থ বৎসর	অনিয়মের বিবরণী	জড়িত টাকার পরিমাণ
১	৬টি পৌরসভা	২০০৩-০৪	ইজারা মূল্য অনাদায়ে রাজস্ব ক্ষতি।	৬৯,৪৩,০৭০/-
২	৭টি জেলা পরিষদ, ২৭টি উপজেলা পরিষদ ও ১৪ টি পৌরসভা	২০০১-০৪	হাট বাজার ইজারা মূল্যের উপর ১৫% হারে ভ্যাট অনাদায়ে সরকারের রাজস্ব ক্ষতি।	১,১৫,৭১,৬৮৯/-
৩	৫টি জেলা পরিষদ, ৮ টি পৌরসভা ও ১টি সিটি করোপরেশন	২০০১-০৪	নির্ধারিত হারে আয়কর আদায় না করায় রাজস্ব ক্ষতি।	৯,০৫,৬০০/-
৪	৪টি পৌরসভা, ৪টি জেলা পরিষদ এবং ১৫টি উপজেলা পরিষদ	২০০২-০৪	হাট বাজার ইজারা মূল্যের উপর ৩% অগ্রিম আয়কর কম কর্তন/কর্তন না করায় রাজস্ব ক্ষতি।	১৭,১৭,২৫০/-
৫	মুন্সীগঞ্জ পৌরসভা, মুন্সীগঞ্জ	২০০৩-০৪	এ্যাসেসমেন্ট-এ প্রকৃত 'হোল্ডিং ট্যাক্স এ্যাসেসেবল্ ভ্যাল্যু (বার্ষিক মূল্যায়ণ)' অপেক্ষা এ্যাসেসেবল্ ভ্যাল্যু কম নির্ধারণ পূর্বক হোল্ডিং ট্যাক্স ধার্য/আদায় করায় সংস্থার রাজস্ব ক্ষতি।	৯,৮৬,০৯০/-
৬	৪টি জেলা পরিষদ,৪ টি পৌরসভা ও ১টি সিটি কর্পোরেশন	২০০১-০৪	ঠিকাদার/সরবরাহকারীর নিকট হতে ভ্যাট অনাদায়ে সরকারের রাজস্ব ক্ষতি।	৭,৬৬,০৮১/-
৭	বি-বাড়ীয়া পৌরসভা	২০০৩-০৪	ভাদুঘর পৌর কেন্দ্রীয় বাস টার্মিনালে দোকানের সেলামী বাবদ মোট অনাদায়।	৬,৫১,৪১০/-
৮	সিলেট সিটি করপোরেশন	২০০৩-০৪	নির্ধারিত ফি অপেক্ষা কম হারে পশু জবাই ফি আদায় করায় সংস্থার আর্থিক ক্ষতি।	৪,২৪,৪৬৫/-
৯	৩টি জেলা পরিষদ ও ৩টি পৌরসভা	২০০২-০৪	নির্ধারিত ফি অপেক্ষা কম হারে ঠিকাদারী লাইসেন্স ইস্যু/ নবায়ন করায় রাজস্ব ক্ষতি।	৬,৬৬,২০০/-
১০	নড়াইল পৌরসভা	২০০৩-০৪	মালামাল ক্রয় দেখাইয়া নির্বাহী প্রকৌশলী ও ঠিকাদারকে পরিশোধ।	৫৮,৮০,৮৭৪/-

অনুচ্ছেদ নং	সংস্থা /প্রতিষ্ঠান	নিরীক্ষিত অর্থ বৎসর	অনিয়মের বিবরণী	জড়িত টাকার পরিমাণ
১১	উপজেলা পরিষদ, বোয়ালখালী, চট্টগ্রাম	২০০২-০৪	ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান কর্তৃক ম্যাচিং ফান্ডের অর্থ তছরূপ।	২,৮০,০০০/-
			মোট জড়িত টাকার পরিমাণ=	৩,০৭,৯২,৭২৯/-

অনিয়মের কারণ ঃ-

- বিধি মোতাবেক হিসাব সংরক্ষণ না করা;
- ক্যাশ বহি সংরক্ষনে অনিয়ম;
- রিপোর্ট রিটার্ণে ভ্যাট, আয়কর ও ইজারা বাবদ প্রাপ্ত অর্থ জমার বিষয়টি প্রতিফলন না করা;
- প্রত্যেকটি প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জন্য লিখিত দায়িত্ব বন্টন না থাকা;
- সরকারী বিধি-বিধান যথাযথভাবে প্রতিপালন না করা।
- অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার শৈথিল্য।

ম্যানেজমেন্ট ইস্যু (Management Issue) -

সিটি করপোরেশন, জেলা পরিষদ, উপজেলা পরিষদ ও পৌরসভা অফিস কর্তৃক আদায়কৃত ভ্যাট, আয়কর, ইজারা বাবদ প্রাপ্ত অর্থ সরকারী কোষাগারে জমা না করা এবং আলোচ্য প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা পর্যালোচনা করে নিম্নোক্ত বিষয়ে শৈথিল্য পরিলক্ষিত হয়েছে ঃ-

- যথাযথ কর্তৃপক্ষের দুর্বল মূল্যায়ন ও তদারকি;
- দুর্বল অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা ও
- পূর্ববর্তী অডিট আপত্তিসমূহের উপর প্রয়োজনীয় গুরুত্বারোপ না করা।

সীমাবদ্ধতা

- অডিট দলের চাহিদামত যথাসময়ে নথি পত্রাদি সরবরাহ না করা।

অডিট সুপারিশ (Recommendations)

- সংশ্লিষ্ট সংস্থা সমূহের জন্য প্রযোজ্য ভ্যাট, আয়কর, ইজারা সংক্রান্ত বিধি-বিধান পরিপালন আবশ্যক।
- সরকার কর্তৃক নির্ধারিত হার অনুযায়ী রাজস্ব আদায় করা আবশ্যক।
- অনাদায়ী রাজস্ব আদায় করত বিধি মোতাবেক সরকারী কোষাগারে জমা নিশ্চিত করা।
- ক্যাশ বই এবং ব্যাংক হিসাবের মধ্যে মাসিক ভিত্তিতে সংগতি সাধন করা আবশ্যক।
- প্রতিষ্ঠানের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক মনিটরিং ব্যবস্থা জোরদার করা আবশ্যক।
- যথাযথভাবে সকল রিপোর্ট-রিটার্ণ প্রণয়ন ও পেশ করা আবশ্যক।
- কর্মকর্তা/কর্মচারীদের মধ্যে কার্যকর ও লিখিত দায়িত্ব বন্টন করা আবশ্যক।
- প্রতিষ্ঠানের আয় বাড়ানো সহ সরকারী পাওনা যথাযথভাবে কোষাগারে জমা নিশ্চিত করা আবশ্যক।
- শুদ্ধভাবে হিসাব সংরক্ষণ এবং সময়মত প্রণয়ন করা আবশ্যক।
- প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা জোরদার করা আবশ্যক।

♦♦♦♦

বাঃসঃমুঃ-২০০৬/০৭-২৯১৪কম/এ-৭৫০ বই, ২০০৬।

সিটি করপোরেশন, পৌরসভা, জেলা পরিষদ ও উপজেলা পরিষদ কর্তৃক ভ্যাট, আয়কর, ইজারা বাবদ রাজস্ব অনাদায় ও অন্যান্য অনিয়ম সম্পর্কিত বার্ষিক অডিট রিপোর্ট।

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়

অর্থ বৎসর ঃ-২০০৩-২০০৪

অনুচ্ছেদ ভিত্তিক বিস্তারিত বিবরণ

২য় খন্ড

বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর কার্যালয়,ঢাকা।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৩২ অনুযায়ী মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশকৃত।

বিষয়		পৃষ্ঠা নম্বর
ক.	বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর মন্তব্য	খ
১.০	গুরুতর আর্থিক অনিয়ম ও ক্ষয়ক্ষতিসমূহ	১-১৭
২.০	অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা পর্যালোচনা	১৮

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১২৮(১) ও ১২৮(২) এবং কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল, এ্যাডিশনাল ফাংশনস্ এ্যাক্ট ১৯৭৪ এর ২৪ নম্বর আইন-এর ধারা ৫(২) অনুযায়ী মহাপরিচালক স্থানীয় ও রাজস্ব অডিট অধিদপ্তর কর্তৃক স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের অধীন সিটি করপোরেশন, পৌরসভা, জেলা পরিষদ ও উপজেলা পরিষদ অফিসসমূহের ২০০৩-২০০৪ অর্থ বৎসরের হিসাব নিরীক্ষার উপর প্রণীত এই বার্ষিক অডিট রিপোর্ট জাতীয় সংসদে উপস্থাপনের লক্ষ্যে সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৩২ অনুযায়ী মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশ করা হ'লো।

তারিখ ঃ- ৩/১২/২০০৬ইং / ১৯/৮/১৪১৩বাং বঃ / খ্রিঃ

স্বাক্ষরিত
আসিফ আলী
কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল
বাংলাদেশ।

১.০ গুরুতর আর্থিক অনিয়ম ও ক্ষয়ক্ষতিসমূহ

(ক) অনিয়মের সংক্ষিপ্ত সারণী

(খ) অনুচ্ছেদ ভিত্তিক বিস্তারিত বিবরণ

সংক্ষিপ্ত সারণী

অনুচ্ছেদ নং	সংস্থা /প্রতিষ্ঠান	নিরীক্ষিত অর্থ বৎসর	অনিয়মের বিবরণী	জড়িত টাকার পরিমাণ
১	৬টি পৌরসভা	২০০৩-০৪	ইজারা মূল্য অনাদায়ে রাজস্ব ক্ষতি।	৬৯,৪৩,০৭০/-
২	৭টি জেলা পরিষদ, ২৭টি উপজেলা পরিষদ ও ১৪ টি পৌরসভা	২০০১-০৪	হাট বাজার ইজারা মূল্যের উপর ১৫% হারে ভ্যাট অনাদায়ে সরকারের রাজস্ব ক্ষতি।	১,১৫,৭১,৬৮৯/-
৩	৫টি জেলা পরিষদ, ৮ টি পৌরসভা ও ১টি সিটি করোপরেশন	২০০১-০৪	নির্ধারিত হারে আয়কর আদায় না করায় রাজস্ব ক্ষতি।	৯,০৫,৬০০/-
৪	৪টি পৌরসভা, ৪টি জেলা পরিষদ এবং ১৫টি উপজেলা পরিষদ	২০০২-০৪	হাট বাজার ইজারা মূল্যের উপর ৩% অগ্রিম আয়কর কম কর্তন/কর্তন না করায় রাজস্ব ক্ষতি।	১৭,১৭,২৫০/-
৫	মুন্সীগঞ্জ পৌরসভা, মুন্সীগঞ্জ	২০০৩-০৪	এ্যাসেসমেন্ট-এ প্রকৃত 'হোল্ডিং ট্যাক্স এ্যাসেসেবল্ ভ্যাল্যু (বার্ষিক মূল্যায়ণ)' অপেক্ষা এ্যাসেসেবল্ ভ্যাল্যু কম নির্ধারণ পূর্বক হোল্ডিং ট্যাক্স ধার্য/আদায় করায় সংস্থার রাজস্ব ক্ষতি।	৯,৮৬,০৯০/-
৬	৪টি জেলা পরিষদ,৪ টি পৌরসভা ও ১টি সিটি কর্পোরেশন	২০০১-০৪	ঠিকাদার/সরবরাহকারীর নিকট হতে ভ্যাট অনাদায়ে সরকারের রাজস্ব ক্ষতি।	৭,৬৬,০৮১/-
৭	বি-বাড়ীয়া পৌরসভা	২০০৩-০৪	ভাদুঘর পৌর কেন্দ্রীয় বাস টার্মিনালে দোকানের সেলামী বাবদ মোট অনাদায়।	৬,৫১,৪১০/-
৮	সিলেট সিটি করপোরেশন	২০০৩-০৪	নির্ধারিত ফি অপেক্ষা কম হারে পশু জবাই ফি আদায় করায় সংস্থার আর্থিক ক্ষতি।	৪,২৪,৪৬৫/-
৯	৩টি জেলা পরিষদ ও ৩টি পৌরসভা	২০০২-০৪	নির্ধারিত ফি অপেক্ষা কম হারে ঠিকাদারী লাইসেন্স ইস্যু/ নবায়ন করায় রাজস্ব ক্ষতি।	৬,৬৬,২০০/-
১০	নড়াইল পৌরসভা	২০০৩-০৪	মালামাল ক্রয় দেখাইয়া নির্বাহী প্রকৌশলী ও ঠিকাদারকে পরিশোধ।	৫৮,৮০,৮৭৪/-

অনুচ্ছেদ নং	সংস্থা /প্রতিষ্ঠান	নিরীক্ষিত অর্থ বৎসর	অনিয়মের বিবরণী	জড়িত টাকার পরিমাণ
১১	উপজেলা পরিষদ, বোয়ালখালী, চট্টগ্রাম	২০০২-০৪	ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান কর্তৃক ম্যাচিং ফান্ডের অর্থ তছরূপ।	২,৮০,০০০/-
			মোট জড়িত টাকার পরিমাণ=	৩,০৭,৯২,৭২৯/-

অনিয়মের কারণ ঃ-

- ❑ বিধি মোতাবেক হিসাব সংরক্ষণ না করা;
- ❑ ক্যাশ বহি সংরক্ষনে অনিয়ম;
- ❑ রিপোর্ট রিটার্ণে ভ্যাট, আয়কর ও ইজারা বাবদ প্রাপ্ত অর্থ জমার বিষয়টি প্রতিফলন না করা;
- ❑ প্রত্যেকটি প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জন্য লিখিত দায়িত্ব বন্টন না থাকা;
- ❑ সরকারী বিধি-বিধান যথাযথভাবে প্রতিপালন না করা।
- ❑ অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার শৈথিল্য।

(খ) অনুচ্ছেদ ভিত্তিক বিস্তারিত বিবরণ

অনুঃ নং-০১॥

আপত্তির শিরোনাম ঃ- ইজারা মূল্য অনাদায়ে রাজস্ব ক্ষতি ৬৯,৪৩,০৭০/- টাকা ।

বিষয়বস্তু ঃ-সাতক্ষীরা, কিশোরগঞ্জ, মৌলভীবাজার, বগুড়া, কুমিল্লা ও বি-বাড়ীয়া পৌরসভার ২০০৩-০৪ আর্থিক সনের হিসাব নিরীক্ষায় হাট-বাজার, খেয়াঘাট, পুকুর ও বাস টার্মিনাল ইজারা নথি, ইজারা মূল্য আদায় ও জমার হিসাব পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, হাট-বাজার, পুকুর ও বাস টার্মিনালের ইজারা মূল্য বাবদ ৬৯,৪৩,০৭০/- টাকা অনাদায় রয়েছে। অদ্যাবধি উহা আদায়ের কোন কার্যকর ব্যবস্থা নেয়া হয়নি। ফলে সংস্থার আর্থিক ক্ষতি হয়েছে। ইহা স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের স্থানীয় সরকার বিভাগের ২০/৭/০২ তারিখের স্মারক নং- প্রজেই-২/হ-৫/২০০০/৪০৮(৫২৭২) এর পরিপন্থি। ***বিস্তারিত বিবরণ ৩য় খন্ডের পরিশিষ্ট-'ক' তে প্রদত্ত।***

ফলাফল ঃ- সরকারি নির্দেশ পরিপালন না করায় সংস্থার ৬৯,৪৩,০৭০/- টাকা আর্থিক ক্ষতি।

স্থানীয় অফিসের জবাব ঃ- এ বিষয়ে নিরীক্ষা জিজ্ঞাসার জবাবে স্থানীয় অফিস সমূহ জানায় যে, আদায়ের জোর প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে।

নিরীক্ষা অফিসের মন্তব্য ঃ- স্থানীয় অফিসের জবাব গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা ইজারা কালের মধ্যেই ইজারা মূল্য আদায়ের বিধান রয়েছে। নিরীক্ষা আপত্তি ও জবাব অনুযায়ী ব্যবস্থা গৃহীত না হওয়ায় বিষয়টি অগ্রিম অনুচ্ছেদ আকারে প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় সহ সংশ্লিষ্ট পৌর চেয়ারম্যানদেরকে অবহিত করা হয়। একই বিষয়ে পরবর্তীতে তাগিদসহ সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসাবে স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবরে আধা-সরকারি পত্র নং-২২৭/ডিপি-১/২০০৪-০৫/৩৬৪ তাং-২/৩/২০০৫, ৩৬৫, তাং- ৩০/৩/০৫, ৩৬৬ তাং-৯/৪/০৫ এবং ৩৬৭, তাং-২১/৪/০৫ জারী করা সত্ত্বেও এতদ্‌বিষয়ে কোন কার্যকরী ব্যবস্থা গৃহীত হয়নি।

নিরীক্ষা সুপারিশঃ- আপত্তিকৃত ৬৯,৪৩,০৭০/- টাকা অতি সত্ত্বর সংশ্লিষ্ট ইজারাদারদের নিকট হতে আদায় করত সরকারি কোষাগারে জমার ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক।

অনুঃ নং-০২॥

আপত্তির শিরোনাম ঃ- হাট বাজার ইজারা মূল্যের উপর ১৫% হারে ভ্যাট অনাদায়ে সরকারের ১,১৫,৭১,৬৮৯/- টাকা রাজস্ব ক্ষতি।

বিষয়বস্তু ঃ- ৭টি জেলা পরিষদ, ২৭টি উপজেলা পরিষদ ও ১৪টি পৌরসভার ২০০১-০৪ আর্থিক সনের হিসাব নিরীক্ষায় হাট-বাজার ইজারা বন্দোবস্তের সমুদয় রেকর্ডপত্র পর্যালোচনায় দেয়া যায় যে, জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের ১২/৬/২০০৩ তারিখের এস.আর.ও নং- ১৬২-আইন/২০০৩/৩০০ মূসক মোতাবেক হাট-বাজার এর ইজারা মূল্যের উপর ১৫% ভ্যাট আরোপ করার বিধান থাকা সত্ত্বেও কতিপয় স্থানীয় অফিস কর্তৃক ইজারাদারদের নিকট হতে ভ্যাট বাবদ ১,১৫,৭১,৬৮৯/- টাকা আদায় করা হয়নি। উক্ত অর্থ আদায়ের জন্য কোন কার্যকর ব্যবস্থা নেয়া হয়নি। ফলে সংস্থার আর্থিক ক্ষতি হয়েছে। *বিস্তারিত বিবরণ ৩য় খন্ডের পরিশিষ্ট-'খ' তে প্রদত্ত।*

ফলাফল ঃ- ভ্যাট অনাদায়ের ফলে সংস্থার ১,১৫,৭১,৬৮৯/- টাকা রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে।

স্থানীয় অফিসের জবাব ঃ- এ বিষয়ে নিরীক্ষা জিজ্ঞাসার জবাবে নিরীক্ষিত অফিসসমূহ হতে বিভিন্ন প্রকার জবাব পাওয়া গেছে। যেমনঃ-ইজারা গ্রহীতার নিকট হতে ভ্যাটের টাকা আদায় করত সরকারি খাতে জমা করা হবে: আদায়ের লক্ষ্যে জোর প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে ইত্যাদি।

নিরীক্ষা অফিসের মন্তব্য ঃ- সংশ্লিষ্ট অফিসসমূহের প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী কার্যকর পদক্ষেপ গৃহীত না হওয়ায় সরকারি স্বার্থ ক্ষুন্ন হয়েছে। সরকারি আদেশ অনুযায়ী ইজারা মহাল দখল স্বত্ব অর্পণের পূর্বেই Bid Value-এর সাথে ১৫% ভ্যাট আদায়যোগ্য। নিরীক্ষা আপত্তি ও স্থানীয় কার্যালয়ের জবাব অনুযায়ী ব্যবস্থা গৃহীত না হওয়ায় বিষয়টি গুরুতর আর্থিক অনিয়ম আকারে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষসহ প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়কে অবহিত করা হয়। পরবর্তীতে তাগিদপত্র জারী করা হয় এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে সচিব, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় বরাবরে আধা-সরকারি পত্র নং- ২২৭/ডিপি-১/২০০৪-০৫/৩৬৪ তাং-২/৩/২০০৫, ৩৬৫, ৩০/৩/০৫, ৩৬৬ তাং-৯/৪/০৫ ও ৩৬৭, তাং-২১/৪/০৫, ৩৬৮ তাং-২১/৫/০৫, ৩৭০.১১/৯/০৫.১০৫৪, তাং- ৯/৮/০৫ জারী করা সত্ত্বেও এতদ্‌বিষয়ে কোন কার্যকরী ব্যবস্থা গৃহীত হয়নি।

নিরীক্ষা সুপারিশ ঃ- আপত্তিতে বর্ণিত ১,১৫,৭১,৬৮৯/- টাকা সংশ্লিষ্ট ইজারাদারদের নিকট হতে আদায়পূর্বক সরকারি কোষাগারে জমা করা আবশ্যক।

অনুঃ নং-০৩॥

আপত্তির শিরোনাম ঃ- নির্ধারিত হারে আয়কর আদায় না করায়/ কম কর্তন করায় মোট ৯,০৫,৬০০/- টাকা রাজস্ব ক্ষতি।

বিষয়বস্তু ঃ- ৫টি জেলা পরিষদ, ৮টি পৌরসভা ও ১টি সিটি করপোরেশনের ২০০১-০৪ আর্থিক সনের হিসাব নিরীক্ষাকালে বিল/ভাউচার পর্যালোচনায় পরিলক্ষিত হয় যে, বিধি মোতাবেক আয়কর কম আদায়/ আদায় না করার ফলে সরকারের মোট ৯,০৫,৬০০/- টাকা রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে। যা অবিলম্বে আদায় করা আবশ্যক। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের ৬/১/২০০২ তারিখের এস.আর.ও নং-৬/আইন/২০০২ এর বিধান পরিপালন না করায় এ ক্ষতি হয়েছে।

বিস্তারিত বিবরণ ৩য় খন্ডের পরিশিষ্ট-'গ' তে প্রদত্ত।

ফলাফল ঃ- সরকারের ৯,০৫,৬০০/- টাকা রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে।

স্থানীয় অফিসের জবাব ঃ- এ বিষয়ে নিরীক্ষা জিজ্ঞাসার জবাবে স্থানীয় অফিস জানায় যে, আদায়ের লক্ষ্যে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

নিরীক্ষা অফিসের মন্তব্য ঃ- সরকারি নির্দেশানুযায়ী আয়কর কর্তন না করা কিংবা কম হারে কর্তনের অবকাশ নেই। স্থানীয় অফিসের প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী ব্যবস্থা গৃহীত না হওয়ায় বিষয়টি অগ্রিম অনুচ্ছেদ আকারে প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়সহ সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ বরাবরে ইস্যু করা হয়। পরবর্তীতে তাগিদপত্র জারী করা হয় এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে সচিব, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় বরাবরে আধা-সরকারি পত্র নং- ২২৭/ডিপি-১/২০০৪-০৫/৩৬৪, তাং-২/৩/০৫, ৩৬৬ তাং-৯/৪/০৫, ৩৬৭ তাং-২১/৪/০৫ ও ৩৬৮ তাং- ২১/৫/০৫ জারী করা সত্ত্বেও এতদ্‌বিষয়ে কোন কার্যকরী ব্যবস্থা গৃহীত হয়নি।

নিরীক্ষা সুপারিশঃ- সরকারি পাওনা ৯,০৫,৬০০/- সংশ্লিষ্টদের নিকট হতে দ্রুত আদায় করত সরকারি কোষাগারে জমা করা আবশ্যক।

অনুঃ নং-০৪॥

আপত্তির শিরোনাম ঃ- ***হাট-বাজার ইজারা মূল্যের উপর ৩% অগ্রিম আয়কর কর্তন না করায় ১৭,১৭,২৫০/- টাকা রাজস্ব ক্ষতি।***

বিষয়বস্তু ঃ- ৪টি জেলা পরিষদ, ১৫টি উপজেলা পরিষদ এবং ৪টি পৌরসভার ২০০২-০৪ আর্থিক সনের হিসাব স্থানীয়ভাবে হাট-বাজার ইজারার নথি ও রেকর্ডপত্র নিরীক্ষাকালে দেখা যায় যে, হাট বাজার ইজারা মূল্যের উপর ৩% অগ্রিম আয়কর কর্তন না করায় ১৭,১৭,২৫০/- টাকা রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে। স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, স্থানীয় সরকার বিভাগের ২০/৭/০২ তারিখের স্মারক নং- প্রজেই-২/হ-৫/২০০০/৪০৮(৫২৭২)৯(খ) মোতাবেক হাট-বাজার ইজারা মূল্যের উপর ৩% অগ্রিম আয়কর আদায়যোগ্য। ***বিস্তারিত বিবরণ ৩য় খন্ডের পরিশিষ্ট 'ঘ' তে প্রদত্ত।***

ফলাফল ঃ- সরকারি আদেশ অনুসরণ না করায় সরকারের ১৭,১৭,২৫০/- টাকা রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে।

স্থানীয় অফিসের জবাব ঃ- এ বিষয়ে নিরীক্ষা জিজ্ঞাসার জবাবে স্থানীয় অফিস সমূহ জানায় যে, সংশ্লিষ্ট আয়কর অতি শীঘ্র আদায় করা হবে। কতিপয় অফিস জানান যে পরবর্তীতে জমা করা হবে। সি.টি.আর সংগ্রহ পূর্বক নিরীক্ষা অফিসে প্রেরণ করা হবে।

নিরীক্ষা অফিসের মন্তব্য ঃ- উল্লেখ্য যে, ট্রেজারী রুলস্ ১ম খন্ডের ৭(ক) ধারা মোতাবেক সরকারী যে কোন উৎস হতে প্রাপ্ত আয়ের অর্থ অবিলম্বে সরকারি কোষাগারে জমা করতে হবে। নিরীক্ষা আপত্তি ও স্থানীয় কার্যালয়ের জবাব অনুযায়ী ব্যবস্থা গৃহীত না হওয়ায় বিষয়টি গুরুতর আর্থিক অনিয়ম আকারে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষসহ প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়কে অবহিত করা হয়। পরবর্তীতে তাগিদসহ সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে সচিব, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় বরাবরে আধা-সরকারি পত্র নং- ২২৭/ডিপি-১/২০০৪-০৫/৩৬৪ তাং-২/৩/২০০৫, ৩৬৬ তাং-৯/৪/০৫, ৩৬৭, তাং-২১/৪/০৫ ও ৩৬৮ তাং-২১/৫/০৫ জারী করা সত্ত্বেও কোন কার্যকরী ব্যবস্থা গৃহীত হয়নি। ফলে সরকার বিপুল রাজস্ব আয় হতে বঞ্চিত হয়েছে।

নিরীক্ষা সুপারিশ ঃ- আপত্তিতে বর্ণিত ১৭,১৭,২৫০/- টাকা আদায় করত সরকারি কোষাগারে জমা করা আবশ্যক।

অনুঃ নং-৫॥

আপত্তির শিরোনামঃ ***এ্যাসেস্‌মেন্ট-এ প্রকৃত 'হোল্ডিং ট্যাক্স এ্যাসেসেবল্ ভ্যাল্যু (বার্ষিক মূল্যায়ণ)' অপেক্ষা এ্যাসেসেবল্ ভ্যাল্যু কম নির্ধারণ পূর্বক হোল্ডিং ট্যাক্স ধার্য/আদায় করায় সংস্থার ৯,৮৬,০৯০/- টাকা রাজস্ব ক্ষতি ।***

আপত্তির বিষয়বস্তু ঃ মুন্সীগঞ্জ পৌরসভা, মুন্সীগঞ্জ-এর ২০০৩-০৪ সনের হিসাব নিরীক্ষাকালে হোল্ডিং ট্যাক্স/পৌর কর ধার্য ও আদায় সংক্রান্ত ফিল্ড রেজিস্টার, এ্যাসেস্‌মেন্ট রেজিস্টার ও ডিমান্ড রেজিস্টার এবং পৌরসভার "কর নির্ধারক (ASSESSOR)"-কর্তৃক সরবরাহকৃত সরেজমিন তদন্ত প্রতিবেদন, বিল্ডিং-এর প্লান অনুমোদন শাখা হতে প্রাপ্ত তথ্য এবং ট্রেড লাইসেন্স শাখায় লাইসেন্স গ্রহনকালে আবেদনের সাথে বিভিন্ন ব্যবসায়ীর দাখিলকৃত চুক্তিনামা/ডিড ও সংশ্লিষ্ট রেকর্ডপত্রাদি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, মিউনিসিপাল কমিটি(ট্যাক্সেশন) রুলস্, ১৯৬০-এর বিধি-২৩ মোতাবেক প্রযোজ্য প্রকৃত "হোল্ডিং ট্যাক্স এ্যাসেসেবল্ ভ্যালু-এর উপর এস. আর.ও নংঃ ৮৭-আইন/২০০৩ তাং ৩১/০৩/২০০৩ তারিখের জারীকৃত "পৌরসভা আদর্শ কর তফসিল, ২০০৩" -এর বিধি-২ ও ১২-১৪ অনুযায়ী এবং পৌরসভার নির্দ্ধারিত হারে করাদি ধার্য করা হয়নি । অর্থাৎ প্রকৃত "হোল্ডিং ট্যাক্স এ্যাসেসেবল্ ভ্যালু (বার্ষিক মূল্যায়ণ)" অপেক্ষা এ্যাসেসেবল্ ভ্যাল্যু কম নির্ধারণ পূর্বক হোল্ডিং ট্যাক্স ধার্য করা হয়েছে। ***বিস্তারিত বিবরণ ৩য় খন্ডের পরিশিষ্ট- 'ঙ' তে প্রদত্ত।***

বিস্তারিত নিরীক্ষায় দেখা যায় যে, পৌরসভা এলাকায় বিভিন্ন ব্যবসায়ী কর্তৃক বিভিন্ন মার্কেটের দোকানের প্রতি বর্গফুটের মাসিক ভাড়া সর্বোচ্চ ৩৩.৩৩ টাকা ও সর্বনিম্ন ১৭.৫৮ টাকা হারে এবং বিভিন্ন ব্যাংক কর্তৃক বিভিন্ন ভবনের প্রতি বর্গফুটের মাসিক ভাড়া সর্বোচ্চ ৭.০০ টাকা এবং সর্বনিম্ন ৬.০০ টাকা হারে প্রদান করা হলেও উক্ত ভাড়ার ভিত্তিতে পৌরকর(গৃহকর, লাইটিং রেইট, ময়লা নিষ্কাশন রেইট এবং ওয়াটার ওয়ার্ক্স ও পানি সরবরাহ কর) নির্দ্ধারণ/ধার্য না করে কম ভাড়ার উপর ধার্য করা হয়েছে । আলোচ্য ক্ষেত্রে সংস্থার রাজস্ব ক্ষতি নির্দ্ধারণে ব্যাংকের উক্ত ভাড়া মোতাবেক স্ব-স্ব বিল্ডিং-এর এবং অন্যান্য বিল্ডিং-এর ব্যাংকের ভাড়ার (উক্ত সর্বনিম্ন হার ৬.০০ টাকার) ভিত্তিতে হোল্ডিং ট্যাক্স এ্যাসেসেবল্ ভ্যাল্যু'র হোল্ডিং ট্যাক্স/পৌরকর গণনা করা হলো।

ফলাফল ঃ সংস্থার ৯,৮৬,০৯০/- টাকা আর্থিক ক্ষতি।

স্থানীয় অফিসের জবাব ঃ এ বিষয়ে এক নিরীক্ষা জিজ্ঞাসার জবাবে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ জানায় যে, " নিয়মভঙ্গ করে আন্ডার রেটে হোল্ডিং ট্যাক্স নির্ধারণের কারণে উদ্ভুত রাজস্ব ক্ষতির গুরুতর আর্থিক অনিয়ম হিসেবে গণ্য হওয়ায় বিষয়টি গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা হবে। ভবিষ্যতে অডিট আপত্তিকৃত ভাড়া অনুযায়ী কর নির্ধারণ করা হবে । সুতরাং আপত্তিটি রহিত করার জন্য অনুরোধ করা হ'ল। "

নিরীক্ষা অফিসের মন্তব্যঃ- নিয়মভঙ্গ করে আন্ডার রেটে হোল্ডিং ট্যাক্স নির্ধারনের কারণে উদ্ভুত রাজস্ব ক্ষতি গুরুতর আর্থিক অনিয়ম হিসেবে গণ্য হওয়ার বিষয়টি অগ্রিম অনুচ্ছেদ আকারে প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়সহ সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ বরাবরে ইস্যু করা হয়। পরবর্তীতে তাগিদপত্র জারী করা হয় এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে সচিব, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় বরাবরে আধা-সরকারি পত্র নং-১০৫৪ তাং- ৯/৮/০৫ জারী করা সত্ত্বেও এতদ্‌বিষয়ে কোন কার্যকরী ব্যবস্থা গৃহীত হয়নি।

নিরীক্ষা সুপারিশঃ- নিয়ম ভঙ্গ করে আন্ডার রেটে হোল্ডিং ট্যাক্স নির্ধারনের জন্য দায়িত্ব নিরূপণ করা প্রয়োজন এবং অবিলম্বে হোল্ডিং ট্যাক্স পুন নির্ধারনের মাধ্যমে রাজস্ব ক্ষতির ৯,৮৬,০৯০/- টাকা আদায় করা প্রয়োজন।

অনুঃ নং-০৬॥

আপত্তির শিরোনাম ঃ- *ঠিকাদার/সরবরাহকারীর নিকট হতে ভ্যাট অনাদায়ে সরকারের রাজস্ব ক্ষতি ৭,৬৬,০৮১/- টাকা।*

বিষয়বস্তু ঃ- ৪টি জেলা পরিষদ, ৪টি পৌরসভা ও ১টি সিটি করপোরেশন কার্যালয়ের ২০০১-০৪ আর্থিক সনের হিসাব নিরীক্ষায় উন্নয়নমূলক কাজের বিল ভাউচার রেকর্ডপত্র পর্যালোচনায় পরিলক্ষিত হয় যে, সরবরাহকারী/ মেরামতকারী ও কনসালটেন্সী প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে ভ্যাট আদায় না করায় এবং কতিপয় ক্ষেত্রে কম আদায় করায় সরকারের ৭,৬৬,০৮১/- টাকা রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের এস.আর.নং-১৬২/২০০৩/ ৩৭০ তাং ১২/৫/০৩, এস.আর.ও নং-০৬/মূসক/২০০২, তাং- ৩০/৯/২০০২ এর ৩(১) ফার্নিচার/ মূসক/বাস্ত ঃ সেবা ও আবঃ/৯৭/১১০৩ তাং ২৯/০৬/২০০২, নং-২/২/ছাপাখানা/মূসক/বাস্তঃ সেবা ও আবঃ/ ৯৬ তাং- ৪/১১/৯৯, এস.আর.ও নং- ১৬৪-আইন/২০০৩/৩৭২/মূসক, তাং- ১৬/৬/০৩, সাধারণ আদেশ নং- ৬/মূসক/২০০২, ৩০/৯/০২ ও সাধারণ আদেশ নং- ৯/মূসক./২০০২, তাং ৪/১১/০২ এর বিধান মোতাবেক মোটরগাড়ী মেরামতের উপর ৪.৫% যোগানদার/ সরবরাহকারীর নিকট হতে ২.৫% ও মূসক কর্তনের নির্দেশ রয়েছে। কিন্তু আলোচ্য ক্ষেত্রে তা অনুসরণ করা হয়নি। *বিস্তারিত বিবরণ ৩য় খন্ডের পরিশিষ্ট 'চ' তে প্রদত্ত।*

ফলাফল ঃ - বিধি অনুসরণ না করায় সরকারের ৭,৬৬,০৮১/- টাকা রাজস্ব ক্ষতি।

স্থানীয় অফিসের জবাব ঃ এ বিষয়ে নিরীক্ষা জিজ্ঞাসার জবাবে কোন কোন স্থানীয় অফিস জানায় যে, অতি সত্বর উক্ত অর্থ সরকারি কোষাগারে জমা দিয়ে পরবর্তী নিরীক্ষায় দেখানো হবে এবং কতিপয় অফিস জানায় যে, নথিপত্র পরীক্ষা নিরীক্ষা করে পরবর্তীতে জানানো হবে।

নিরীক্ষা অফিসের মন্তব্য ঃ- নিরীক্ষা আপত্তি অনুযায়ী ব্যবস্থা গৃহীত না হওয়ায় বিষয়টি গুরুত্বর আর্থিক অনিয়ম আকারে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষসহ প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়কে অবহিত করা হয়। পরবর্তীতে তাগিদপত্র জারী করা সত্বেও কোন জবাব না পাওয়ায় সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসাবে সচিব, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় বরাবরে আধা-সরকারি পত্র নং- ২২৭/ডিপি-১/০৪-০৫/৩৬৬ তাং-৯/৪/০৫, ৩৬৭, তাং-২১/৪/০৫ ও ৩৬৮ তাং-২১/৫/০৫ জারী করা সত্ত্বেও কোন কার্যকরী ব্যবস্থা গৃহীত হয়নি।

নিরীক্ষা সুপারিশ ঃ- দায়-দায়িত্ব নির্ধারণসহ আপত্তিকৃত ৭,৬৬,০৮১/- টাকা আদায়পূর্বক সরকারি কোষাগারে জমা করা আবশ্যক।

অনুঃ নং-০৭॥

আপত্তির শিরোনাম ঃ- ***ভাদুঘর পৌর কেন্দ্রীয় বাস টার্মিনালে দোকানের সেলামী বাবদ মোট ৬,৫১,৪১০/- টাকা অনাদায়।***

বিষয়বস্তু ঃ- বি-বাড়ীয়া পৌরসভা কার্যালয়ের ২০০৩-০৪ সনের হিসাব নিরীক্ষাকালে দোকান বরাদ্দের নথিপত্র পর্যালোচনায় পরিলক্ষিত হয় যে, ভাদুঘর পৌর কেন্দ্রীয় বাস টার্মিনালে দোকানের সেলামী বাবদ মোট ৬,৫১,৪১০/- টাকা অদ্যাবধি অনাদায় রয়েছে। আবেদনকারী দোকানের জন্য উদ্বৃত সেলামীর ৫০% টাকা দোকান বরাদ্দের ১নং শর্ত মোতাবেক পে-অর্ডার/ডিমান্ড ড্রাফট পৌরসভা অনুকুলে আবেদন পত্রের সঙ্গে সংযুক্ত করে দাখিল করতে হবে। অবশিষ্ট টাকা দোকান বরাদ্দের ৪নং শর্ত মোতাবেক অর্থাৎ দোকান বরাদ্দ প্রাপককে ৭(সাত) দিনের মধ্যে পে-অর্ডার/ডিমান্ড ড্রাফটের মাধ্যমে পৌর তহবিলে জমা করার কথা। বর্ণিত দোকান সমূহের অবশিষ্ট টাকা আদায় করা হয়নি। ***বিস্তারিত বিবরণ ৩য় খন্ডের পরিশিষ্ট-'ছ'তে প্রদত্ত।***

ফলাফল ঃ- সংস্থার ৬,৫১,৪১০/- টাকা আর্থিক ক্ষতি হয়েছে।

স্থানীয় অফিসের জবাব ঃ- এ বিষয়ে নিরীক্ষা জিজ্ঞাসার জবাবে স্থানীয় অফিস জানায় যে, উক্ত টাকা আদায় করার জন্য প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে।

নিরীক্ষা অফিসের মন্তব্য ঃ- স্থানীয় অফিসের প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী ব্যবস্থা গৃহীত না হওয়ায় বিষয়টি অগ্রিম অনুচ্ছেদ আকারে প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়সহ সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ বরাবরে ইস্যু করা হয়। পরবর্তীতে তাগিদপত্র জারী করা হয় এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে সচিব, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় বরাবরে আধা-সরকারি পত্র নং-২২৭/ডিপি-১/২০০৪-০৫/৩৬৫, তাং-৩০/৩/০৫ জারী করা সত্ত্বেও এতদ্‌বিষয়ে কোন কার্যকরী ব্যবস্থা গৃহীত হয়নি।

নিরীক্ষা সুপারিশঃ- আপত্তিকৃত ৬,৫১,৪১০/- টাকা দায়ী ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের নিকট হতে আদায় করত সরকারি কোষাগারে জমা করা আবশ্যক।

অনুঃ নং-৮॥

আপত্তির শিরোনাম ঃ- ***নির্ধারিত ফি অপেক্ষা কম হারে পশু জবাই ফি আদায় করায় সংস্থার ৪,২৪,৪৬৫/- টাকা আর্থিক ক্ষতি।***

বিষয়বস্তু ঃ- সিলেট সিটি করপোরেশন কার্যালয়ের ২০০৩-০৪ সনের হিসাব নিরীক্ষাকালে পশু জবাই রেকর্ডপত্র পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, নির্ধারিত হার অপেক্ষা কম হারে পশু জবাই ফি আদায় করায় সংস্থার ৪,২৪,৪৬৫/- টাকা আর্থিক ক্ষতি হয়েছে। স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, স্থানীয় সরকার বিভাগের পৌর-২ শাখার ৫/৩/০২ ইং মূলে জারীকৃত পৌরসভা আদর্শ কর তফসিল/২০০২ এর অনুচ্ছেদ-১৬ অনুযায়ী পশু জবাই ফি প্রতিটি গরু ৫০/- টাকা , মহিষ ১০০/- টাকা, ভেড়া ২৫/- টাকা, ছাগল ২৫/- টাকা এবং খাসী ২৫/- টাকা নির্ধারণ করা হলেও স্থানীয় অফিস কর্তৃক তা পরিপালন না করায় উল্লিখিত টাকা ক্ষতি হয়েছে। ***বিস্তারিত বিবরণ ৩য় খন্ডের পরিশিষ্ট-'জ' তে প্রদত্ত।***

ফলাফল ঃ- সরকারের ৪,২৪,৪৬৫/- টাকা ক্ষতি হয়েছে।

স্থানীয় অফিসের জবাব ঃ- এ বিষয়ে নিরীক্ষা জিজ্ঞাসার জবাবে স্থানীয় অফিস জানায় যে, বিষয়টি পর্যালোচনা করে ব্যবস্থা নেয়া হবে।

নিরীক্ষা অফিসের মন্তব্য ঃ- স্থানীয় অফিসের প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী ব্যবস্থা গৃহীত না হওয়ায় বিষয়টি অগ্রিম অনুচ্ছেদ আকারে প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়সহ সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ বরাবরে ইস্যু করা হয়। পরবর্তীতে তাগিদপত্র জারী করা হয় এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে সচিব, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় বরাবরে আধা-সরকারি পত্র নং-২২৭/ডিপি-১/০৪-০৫/৩৬৭, তাং-২১/৪/০৫ জারী করা সত্ত্বেও এতদ্‌বিষয়ে কোন কার্যকরী ব্যবস্থা গৃহীত হয়নি।

নিরীক্ষা সুপারিশঃ- আপত্তিকৃত ৪,২৪,৪৬৫/- টাকা দায়ী ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের কাছ থেকে আদায় করত সরকারি কোষাগারে জমা করা আবশ্যক।

অনুঃ নং-৯॥

আপত্তির শিরোনাম ঃ- নির্ধারিত ফি অপেক্ষা কম হারে ঠিকাদারী লাইসেন্স ইস্যু/ নবায়ন করায় ৬,৬৬,২০০/- টাকা রাজস্ব ক্ষতি।

বিষয়বস্তু ঃ- ৩টি জেলা পরিষদ ও ৩টি পৌরসভার ২০০২-০৪ আর্থিক সনের হিসাব নিরীক্ষাকালে বিল/ভাউচার পর্যালোচনায় পরিলক্ষিত হয় যে, নির্ধারিত ফি অপেক্ষা কম হারে ঠিকাদারী লাইসেন্স ইস্যু/ নবায়ন করায় ৬,৬৬,২০০/- টাকা রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে। স্থানীয় প্রকৌশল অধিদপ্তরের ১৩/৯/৯২ তারিখের স্মারক নং-এল.জি.ই.ডি/সিই/ই-৩৭/৮৬(অংশ-১)/ ৪৫৭০(৬৪) মোতাবেক লাইসেন্স ইস্যু/নবায়নের ক্ষেত্রে 'ক' শ্রেণীর ঠিকাদারের ক্ষেত্রে ২০০০/-, খ শ্রেণীর ঠিকাদারের জন্য ১০০০/- টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে। কিন্তু স্থানীয় সংস্থা ২০০০/- টাকার স্থলে ১০০০/- টাকা, ১০০০/- টাকার স্থলে ৭৫০/- টাকা গ্রহণের মাধ্যমে লাইসেন্স ইস্যু/নবায়ন করেছেন। ক্ষেত্র বিশেষ আরও কম রেটে ইস্যু/নবায়ন করেছেন। ফলে সরকারের রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে। *বিস্তারিত বিবরণ ৩য় খন্ডের পরিশিষ্ট-'ঝ' তে প্রদত্ত।*

ফলাফল ঃ- সংস্থার ৬,৬৬,২০০/- টাকা ক্ষতি হয়েছে।

স্থানীয় অফিসের জবাব ঃ- এ বিষয়ে নিরীক্ষা জিজ্ঞাসার জবাবে স্থানীয় অফিস জানায় যে, আদায়ের লক্ষ্যে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

নিরীক্ষা অফিসের মন্তব্য ঃ- স্থানীয় অফিসের প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী ব্যবস্থা গৃহীত না হওয়ায় বিষয়টি অগ্রিম অনুচ্ছেদ আকারে প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়সহ সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ বরাবরে ইস্যু করা হয়। পরবর্তীতে তাগিদপত্র জারী করা হয় এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে সচিব, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় বরাবরে আধা-সরকারি পত্র নং-২২৭/ডিপি-১/২০০৪-০৫/৩৫৪, তাং-১২/১/০৫, ৩৬৬ তাং-৯/৪/০৫, ও ৩৬৮ তাং- ২১/৫/০৫ জারী করা সত্ত্বেও এতদ্‌বিষয়ে কোন কার্যকরী ব্যবস্থা গৃহীত হয়নি।

নিরীক্ষা সুপারিশঃ- এই আর্থিক অনিয়ম সংঘটনের জন্য দায়িত্ব নিরূপণ করা আরশ্যক এবং লাইসেন্স ফি ইস্যু/নবায়ন বাবদ কম আদায়কৃত ৬,৬৬,২০০/- টাকা সংশ্লিষ্টদের কাছ থেকে আদায় করা আবশ্যক।

অনুঃ নং-১০॥

আপত্তির শিরোনামঃ- মালামাল ক্রয় দেখাইয়া নির্বাহী প্রকৌশলী ও ঠিকাদারকে ৫৮,৮০,৮৭৪/- টাকা পরিশোধ।

আপত্তির বিষয়বস্তুঃ- নড়াইল পৌরসভার ২০০৩-২০০৪ সনের হিসাব স্থানীয়ভাবে নিরীক্ষায় ব্যয়িত অর্থের হিসাব যাচাইকালে দেখা যায় যে, ৫৪,৩১,৩৭৪/- টাকা মূল্যের বৈদ্যুতিক ও ৪,৪৯,৫০০/- টাকা মূল্যের ষ্টেশনারী সহ মোট ৫৮,৮০,৮৭৪/- টাকার মালামাল ক্রয় দেখাইয়া পৌরসভায় কর্মরত তৎকালীন নির্বাহী প্রকৌশলীর নামে ৪৫,৫৩,৮৭৪/- টাকা এবং ঠিকাদারের নামে ১৩,২৭,০০০/- টাকা পরিশোধ দেখানো হয়েছে। উল্লেখিত মালামাল ক্রয়ের স্বপক্ষে কোন টেন্ডার/কোটেশন, কার্যাদেশ, বিল ভাউচার ও মওজুদ-বিতরন হিসাব নিরীক্ষাকালে অফিসে পাওয়া যায়নি। ফলে মালামাল গ্রহণ ও ব্যবহারের কোন প্রমাণ যাচাই করা সম্ভব হয়নি। এতে করে অর্থ পরিশোধকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনিয়মিতভাবে অর্থ গ্রহণ পূর্বক পৌর তহবিলে ক্ষতি করেছে বলে প্রতীয়মান। *বিস্তারিত বিবরণ ৩য় খন্ডের পরিশিষ্ট- 'এঃ' তে প্রদত্ত।*

ফলাফল ঃ পৌর তহবিলের ৫৮,৮০,৮৭৪/- টাকা ক্ষতি।

স্থানীয় অফিসের জবাব ঃ এ বিষয়ে এক নিরীক্ষা জিজ্ঞাসার জবাবে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ জানায় যে, " এতদ্‌সংক্রান্ত কোন রেকর্ডপত্র অফিসে নাই। "

নিরীক্ষা অফিসের মন্তব্যঃ- বিষয়টি অগ্রিম অনুচ্ছেদ আকারে প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়সহ সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ বরাবরে ইস্যু করা হয়। পরবর্তীতে তাগিদপত্র জারী করা হয় এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে সচিব, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় বরাবরে আধা-সরকারি পত্র নং-১০৫৪ তাং- ৯/৮/০৫ জারী করা সত্ত্বেও এতদ্‌বিষয়ে কোন কার্যকরী ব্যবস্থা গৃহীত হয়নি।

নিরীক্ষা সুপারিশঃ- প্রতারণা ও অসত্য বিবৃতির মাধ্যমে পরিশোধ দেখানো সমুদয় ৫৮,৮০,৮৭৪/- টাকার চেক পরিশোধকারীর নিকট থেকে আদায়যোগ্য।

অনুচ্ছেদ নং-১১॥

আপত্তির শিরোনামঃ- ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান কর্তৃক ম্যাচিং ফান্ডের ২,৮০,০০০/- টাকা তছরূপ।

আপত্তির বিষয়বস্তুঃ- উপজেলা পরিষদ, বোয়ালখালী, চট্টগ্রাম কার্যালয়ের ২০০২-০৪ সনের হিসাব নিরীক্ষাকালে উপজেলার ২নং পশ্চিম গোমদন্ডী ইউনিয়ন পরিষদের ক্যাশ বহি, চেকের মুড়িপত্র ও অন্যান্য রেকর্ডপত্র পর্যালোচনায় পরিলক্ষিত হয় যে, অফিস থেকে ১% ভূমি হস্তান্তর কর বাবদ ৩০/৬/০৪ তারিখ পর্যন্ত ৪,৯৮,৮০০/১৮ টাকা উপজেলা পরিষদের হিসাবভুক্ত হয়। উক্ত টাকার মধ্যে ইউনিয়ন পরিষদের উন্নয়নমূলক কাজে মোট ১,৪১,০২৭/১৫ টাকা ব্যয় করা হয়। অবশিষ্ট থাকে (৪,৯৮,৮০০/১৮- ১,৪১,০২৭/১৫)= ৩,৫৭,৭৭৩/০৩ টাকা ৩০/৬/০৪ ইং তারিখের ব্যাংক বিবরণী অনুযায়ী সোনালী ব্যাংক, বোয়ালখালী শাখা, চট্টগ্রাম এর চলতি হিসাব নং-৫৫২ তে ৪২,০৯৮/৪৩ টাকা ও আরব বাংলাদেশ ব্যাংক, বোয়ালখালী শাখা, চট্টগ্রাম এর সঞ্চয়ী হিসাব নং-১২৯৩৪০৪০৪২৪১ তে ৩৫,৬৭৪/৬০ টাকা একুনে (৪২,০৯৮/৪৩+ ৩৫,৬৭৪/৬০) = ৭৭,৭৭৩/০৩ টাকা স্থিতি থাকে। প্রাপ্তি এবং স্থিতির ব্যবধান (৩,৫৭,৭৭৩/০৩- ৭৭,৭৭৩/০৩) = ২,৮০,০০০/- টাকা বিভিন্ন চেকের মাধ্যমে চেয়ারম্যান কর্তৃক উত্তোলন করা হয়। উত্তোলিত অর্থ পরিষদের বা উন্নয়নমূলক কোন কাজে ব্যয়ের প্রমাণক ও হিসাব ক্যাশ বহিতে না থাকায় প্রতীয়মান হয় যে, উক্ত পরিমাণ অর্থ চেয়ারম্যান কর্তৃক তছরূপ করা হয়েছে। ***বিস্তারিত বিবরণ ৩য় খন্ডের পরিশিষ্ট- 'ট' তে প্রদত্ত।***

ফলাফল ঃ তছরূপজনিত আর্থিক ক্ষতি।

স্থানীয় অফিসের জবাব ঃ এ বিষয়ে এক নিরীক্ষা জিজ্ঞাসার জবাবে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ জানায় যে, " এ বিষয়ে তদন্তপূর্বক যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

নিরীক্ষা অফিসের মন্তব্যঃ- আপত্তি অনুযায়ী ব্যবস্থা গৃহীত না হওয়ায় বিষয়টি অগ্রিম অনুচ্ছেদ আকারে প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়সহ সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ বরাবরে ইস্যু করা হয়। পরবর্তীতে তাগিদপত্র জারী করা হয় এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে সচিব, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় বরাবরে আধা-সরকারি পত্র নং-৩৬৮ তাং-২১/৫/০৫ জারী করা সত্ত্বেও এতদ্‌বিষয়ে কোন কার্যকরী ব্যবস্থা গৃহীত হয়নি।

নিরীক্ষা সুপারিশঃ- তছরূপকৃত ২,৮০,০০০/- টাকা সত্বর আদায় ও সরকারি কোষাগারে জমা করা আবশ্যক।

২.০ অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা পর্যালোচনা

সিটি করপোরেশন, পৌরসভা, উপজেলা পরিষদ ও জেলা পরিষদ অফিস কর্তৃক অনাদায়কৃত ভ্যাট, আয়কর, ইজারা মূল্য অনাদায় ও অন্যান্য অনিয়ম বাবদ অর্থ সরকারি কোষাগারে জমা না করা সংক্রান্ত বার্ষিক অডিটে আলোচ্য প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা পর্যালোচনা করে নিম্নোক্ত বিষয়ে শৈথিল্য পরিলক্ষিত হয়েছে ঃ-

১. হিসাব সংরক্ষণ ঃ প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক মাসিক হিসাবসহ বাৎসরিক হিসাব প্রণয়ন করার কথা থাকলেও তা করা হচ্ছে না। মাসিক/ বার্ষিক হিসাবের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের আর্থিক কার্যক্রমের পূর্ণাঙ্গ চিত্র ফুটে উঠে। সময়মত হিসাব প্রণয়ন/ সংরক্ষণ না করার কারণে আর্থিক বিষয়ে প্রতিষ্ঠানের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত হচ্ছে না।

২. দায়িত্ব বন্টন ঃ প্রত্যেকটি প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জন্য লিখিত দায়িত্ব বন্টন থাকা আবশ্যক। এই লিখিত দায়িত্ব বন্টন না থাকার কারণে পৌরসভার হিসাব রক্ষককে হিসাব রক্ষণ কাজের পাশাপাশি প্রশাসনিক কর্মে নিয়োজিত রাখা হচ্ছে। যার ফলে হিসাব রক্ষণের জন্য নির্ধারিত দায়িত্ব যেমনঃ হিসাব প্রণয়নসহ হিসাবের সাথে সংগতিপূর্ন অন্যান্য কাজকর্ম সুচারুরূপে করা হচ্ছে না। এতে ঐ পদের জন্য পূর্ণাঙ্গভাবে দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ করাও কঠিন হয়ে পড়েছে।

৩. রিপোর্ট ও রিটার্ন প্রণয়ন ঃ একটি প্রতিষ্ঠানের সার্বিক কর্মকান্ড উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ/মন্ত্রণালয় বরাবরে অবহিত করার জন্য মাসিক/বাৎসরিক রিপোর্ট-রিটার্ন ব্যবস্থা আছে। কিন্তু প্রতিবেদনে উল্লেখিত প্রতিষ্ঠান সমূহের ক্ষেত্রে আয়-ব্যয় সংক্রান্ত বিশেষ করে মাসিক আয়ের বিবরণী উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ বরাবরে প্রেরণ করা হচ্ছে না বিধায় প্রাপ্তির বিষয়টি উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের অগোচরে থেকে যাচ্ছে। এমনকি প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষও এ বিষয়ে অবগত হচ্ছে না। ফলশ্রুতিতে বাজেট প্রণয়ন ও ব্যয় সংকোচনের ক্ষেত্রে সময়মত সিদ্ধান্ত গ্রহণে অসুবিধা হচ্ছে।

৪. ক্যাশ বই সংরক্ষণে অনিয়ম ঃ প্রত্যেক আর্থিক বৎসর শেষে অর্থাৎ ৩০ শে জুন তারিখে ঐ আর্থিক বৎসরের ক্যাশ বই ক্লোজ করার কথা থাকলেও আলোচ্য ক্ষেত্রে দেখা গেছে পরবর্তী আর্থিক বৎসরের জুলাই-আগষ্ট পর্যন্ত লেনদেন করা হয়। ফলে আর্থিক শৃঙ্খলা বিঘ্নিত হচ্ছে। এছাড়া ক্যাশ বই সংরক্ষণের ক্ষেত্রেও শৈথিল্য লক্ষ্য করা গেছে যেমনঃ সকল লেনদেন ক্যাশ বইয়ে লিপিবদ্ধ না করা এবং ব্যাংক হিসাবের সাথে ক্যাশ বইয়ের সংগতি সাধন না করা ইত্যাদি।

৫. মনিটরিং ব্যবস্থা ঃ- প্রত্যেক স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব আয়ের উৎস থাকে। উক্ত আয়ের যথাযথ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে বাৎসরিক বাজেট প্রণীত হয়ে থাকে। কিন্তু দেখা গেছে প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানের বিপরীতে বিভিন্ন খাতে বিপুল পরিমাণ অর্থ অনাদায়ি পড়ে আছে। উক্ত বকেয়া আদায়ের জন্য কোন কার্যকরী ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠান থেকে নেয়া হয়নি। ফলে অনাদায়ি রাজস্বের পরিমাণ দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ ব্যাপারে প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষ/ উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ হতে যথাযথ মনিটরিং ব্যবস্থাও কার্যকর নেই। মনিটরিং ব্যবস্থা জোরদার করার জন্য ডিমান্ড রেজিষ্টার, সার্ভে রেজিষ্টার, ট্যাক্স এ্যাসেস্‌মেন্ট বিষয়ক রেকর্ডপত্র ইত্যাদি যথাযথভাবে সংরক্ষণ করা হচ্ছে না। মনিটরিং ব্যবস্থা কার্যকর থাকলে বকেয়ার পরিমাণ হ্রাস করা সম্ভব হতো।

৮/১১/২০০৬ইং
২৪/৭/১৪১৩বাং

স্বাক্ষরিত
এ কে এম জসীম উদ্দিন
মহাপরিচালক
স্থানীয় ও রাজস্ব অডিট অধিদপ্তর

বাঃসঃমুঃ-২০০৬/০৭-২৯১৫কম/এ-৭৫০ বই, ২০০৬।